নিক খবর

দৈনিক খবর

ঢাকা সোমবার, ২৬শে পৌষ, ১৩৯৪ বাংলা

তারিখ 11 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম

013

এবারও সেই ভর্তি সংকট

নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বরাবরের মত এবারও রাজধানী ঢাকায় ভর্তি সংকট দেখা দিয়েছে। এই ভর্তি সংকট সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে সমস্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে বা হচ্ছে সেগুলোর ভাষ্য মোটামুটি একই রকম, তবে গত শনিবারের দৈনিক খবরে এতদবিষয়ে যে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় তা কিছুটা ভিন্ন এবং ব্যতিক্রমধর্মী বলেই প্রতীয়মান হয়। উক্ত রিপোর্ট সূত্রে জানা যায়, কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ নাকি মোটা অংকের ডোনেশনের বিনিময়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করছেন। ডোনেশন দিয়ে বা ভিআইপিদের প্রভাব খাটিয়ে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তির ঘটনা রাজধানীতে নতুন নয়। কম-বেশী প্রতি বছরই এটা লক্ষ্য করা যায়। তবে এবারের সাথে অন্যান্যবারের পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী বছরগুলোতে ঘোষণা দিয়ে ডোনেশন আদায়ের চেষ্টা করা হয়নি। এবার রীতিমত ঘোষণা দিয়েই কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ নাকি ডোনেশনের বিনিময়ে ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা করেছেন। ফলে সঙ্গত কারণেই মেধা অনুসারে ভর্তির নীতি সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে না। বিত্তবানরা একশ্রেণীর স্কুল কর্মকর্তাদের পকেটে মোটা অংকের টাকা পুরে দিয়ে সন্তানদের স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করতে পারছেন। পক্ষান্তরে অল্প আয়ের অভিভাবকরা ভর্তি সংকটের মুখে দারুণ অসহায় বোধ করছেন।

আলোচ্য রিপোর্টে শুধু ডোনেশনের বিনিময়ে ভর্তির ব্যাপারটিই তুলে ধরা হয়নি। 'ভালো' বলে চিহ্নিত কিছুসংখ্যক স্কুলে ভিআইপিদের সন্তানদের জন্য আসন সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে বলেও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। নৈতিকতার প্রশ্নে এসব কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। কেননা আমরা মনে করি, ভর্তির প্রশ্নে এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ জনস্বার্থের পরিপন্থী।

সন্দেহ নেই যে, আসন সংখ্যার সীমাবদ্ধতাই ভর্তি সংকটের মূল কারণ। আমরা যেমন চাই না ভর্তির ব্যাপারে কোন বৈষম্যমূলক নীতি অনুসৃত হোক, তেমনি এটাও নিশ্চয়ই আমাদের কাম্য নয় যে, আমাদের সন্তানরা বার বার এই ভর্তি সমস্যার শিকার হোক। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে এদের প্রত্যেকেরই লেখাপড়ার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। এটা অধিকারের প্রশ্ন এবং 'সে অধিকারের প্রশ্নটি সরকার কোনভাবেই উপেক্ষা করতে পারেন না।

অথচ প্রতিবছর নতুন শিক্ষাবর্ষের সূচনাতে একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। অভিভাবকদের এ নিয়ে উদ্বেগের শেষ নেই। আর সেই উদ্বেগের একমাত্র কারণ হলো আসনের সীমাবদ্ধতা। গত শুক্রবার ছিলো ভর্তি পরীক্ষার প্রথম দিন। রিপোর্ট সূত্রে জানা যায়, ভর্তি পরীক্ষার প্রথম দিনে রাজধানীর কোন কোন স্কুলে নাকি একটি শূন্য আসনের জন্য একুশজন পর্যন্ত প্রার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। কামরুন্নেছা স্কুলে এবার কেবল ৩টি শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে। প্রকাশ, এ স্কুলে নবম শ্রেণীর মাত্র পাঁচটি শূন্য আসনের জন্য একশ' ছ'জন ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে। আর অষ্টম শ্রেণীর দশটি এবং চতুর্থ শ্রেণীর সত্তরটি শূন্য আসনের জন্য ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে যথাক্রমে একশ' ছাব্বিশ ও পাঁচশ' ছাব্বিশ জন ছাত্রী।

আইডিয়াল হাইস্কুলে নবম শ্রেণীর ৫টি, অষ্টম শ্রেণীর ১০টি, ষষ্ঠ শ্রেণীর ৭০টি, পঞ্চম শ্রেণীর ৩০টি, তৃতীয় শ্রেণীর ২৫টি এবং প্রথম শ্রেণীর ১শ' ২০টি শূন্য আসনের জন্য যথাক্রমে ৯৪, ১শ', ২শ' ৩৪, ১শ' ৫৭, ৬শ' ৯৭ এবং ১ হাজার ৯২ জন ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে বলে জানা যায়। একই দিন মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ৯০ ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ৬০টি আসনের জন্যে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় যথাক্রমে ২৪৫ ও ২৮৩ জন ছাত্রী। সেন্ট জোসেফ হাইস্কুলে একশ' আসনের ভর্তি পরীক্ষায় এইদিন পাঁচশ' ছাত্র অংশ নেয় বলে জানা যায়। অপরাপর স্কুলগুলোর ভর্তি পরীক্ষার তথ্যও মোটামুটি একই রকম। এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত রাজধানীর সরকারী স্কুলগুলোর ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি। তবে অনুমান করে বলা যায়, সরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীর ভিড় খানিকটা বেশীই হবে। কেননা অভিভাবকদের কাছে সরকারী স্কুলগুলো অপেক্ষাকৃত ভালো বলে বিবেচিত।

উপরোক্ত তথ্য থেকে বোধগম্য হওয়া স্বাভাবিক যে, ভর্তির ব্যাপারটি অভিভাবকদের কাছে কত বড় এক সমস্যা। তাছাড়া মেধার ব্যাপারটি সকল ক্ষেত্রে ছাত্র ভর্তির একমাত্র বিবেচ্য বিষয় না হওয়াতে এ সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। এই অবস্থার একটা স্থায়ী সমাধান হওয়া উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা আসন সংখ্যা বাড়িয়ে এই ভর্তি সংকট মোকাবেল করা যেতে পারে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, রাজধানী ঢাকায় সব মিলিয়ে হাইস্কুলের সংখ্যা বর্তমানে ২শ' ৯৮টি। এর মধ্যে মাত্র ২৩টি হচ্ছে সরকারী স্কুল। স্কুলে পড়ার যোগ্য রাজধানীর ছেলে-মেয়েদের সংখ্যার সাথে এ সংখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। তাছাড়া প্রতিবছর ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাব্য হার সম্পর্কেও আমাদের হাতে আগাম তথ্য থাকা উচিত। এসব তথ্যের ভিত্তিতে উপযুক্তসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা আসন সংখ্যার ব্যবস্থা নেয়া হলে এ ভর্তি সমস্যার প্রতিকার হতে পারে। এছাড়া আরেকটি পন্থায় ভর্তি সংকট অত্যন্ত সহজে মোকাবেলা করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। সেটা হলো স্কুলে স্কুলে 'ডবল শিফট' ব্যবস্থার প্রবর্তন। বেশ কয়েক বছর আগে এ ধরনের একটা পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিলো বলে আমরা জানি। কিন্তু সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারীভাবে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ব[illegible] আমরা শুনিনি। অবশ্য মোহাম্মদপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় বা এরকম আ[illegible] একটি স্কুল ইতিমধ্যেই 'ডবল শিফট' চালু করেছে। এর [illegible] এলাকাগুলোতে ছাত্র ভর্তি সংকট বহুলাংশেই লাঘব হ[illegible] শুনেছি। আমাদের বিশ্বাস, রাজধানীর প্রতিটি এলাকায় [illegible] 'ডবল শিফট' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে ভর্তি সংকটের [illegible] রাজধানীর অভিভাবকরা নিষ্কৃতি পাবেন।